গুহার ভেতরে অদ্ভুত সব কাঠামো

রঙবেরঙ ডেস্ক

চীনের গুইলিনে গেলে দেখা পাবেন আশ্চর্য সুন্দর এক গুহার। এর ভেতরের চুনাপাথরে তৈরি নানা কাঠামো দেখে রীতিমতো চমকে উঠবেন। এগুলোর কোনো কোনোটা পৌরাণিক প্রাণীর অবয়বের, কোনোটা হয়তো সবজির মতো, কোনোটি ঝাড়বাতি কিংবা মাছের আদলের, এমনকি স্ট্যাচু অব লিবার্টির সঙ্গে মিল আছে এমন চুনাপাথরও আছে। রিড ফ্লুট কেভ নামের এই গুহাকে আবার আলোকিত করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন বাতি দিয়ে। সবকিছু মিলিয়ে জায়গাটি হয়ে উঠেছে পর্যটকদের খুব প্রিয় এক ভ্রমণ গন্তব্যে।

মজার ঘটনা, ১৯৪০-এর দশকে নতুন করে আবিষ্কৃত হলে হাজার বছর আগেও এখানে মানুষের আনাগোনা ছিল। আর গুহাটি কবে সৃষ্টি হয়েছে, এটা শুনলে চমকে উঠবেন; আনুমানিক ১৮ কোটি বছর আগে। গুহাটির দৈর্ঘ্য ২৪০ মিটার বা ৭৮৭ ফুট।

এখন বরং এর নাম রিড ফ্লুট কেভ কেন হলো, তা জানার চেষ্টা করি। গুহা এলাকার প্রবেশপথের কাছে বিপুল হারে জন্মেছে নলখাগড়া। এসব নলখাগড়া অনেক সময়ই স্থানীয় বাসিন্দারা নিয়ে যান বাঁশি ও ছোটখাটো বাদ্যযন্ত্র বানাতে। বুঝতেই পারছেন, এর থেকেই গুহাটির নাম হয়ে গেছে রিড ফ্লুট কেভ, অর্থাৎ নলখাগড়ার বাঁশির গুহা।

তবে এই নলখাগড়ার সন্ধান করতে গিয়েই গুহাটির খোঁজ মিলেছে, তা কিন্তু নয়। এটা নতুনভাবে আবিষ্কার করেন একদল শরণার্থী, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সেনাদের থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিলেন গুহাটিতে। তবে তাদের এই গুহা নিয়ে গবেষণা বা ভেতরের অন্ধি-সন্ধিতে অনুসন্ধানের সুযোগ ছিল না। পরে যারা গুহাটিতে ঢোকেন, তারা এখানকার পাথরের দেয়ালে হাজার বছর আগের কালির লেখা আবিষ্কার করেন। গবেষকেরা জানান, এগুলো ৭৯২ সালে তাঙ রাজবংশের সময়কার। ওই সময় গুহায় আসা কবি-সাহিত্যিকদের রচিত কবিতা ও ভ্রমণকাহিনি এগুলো।

লাখ লাখ বছর ধরে নরম চুনাপাথরের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহের কারণে নানা ধরনের কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে গুহারাজ্যে। এগুলোর মধ্যে হয়েছে স্ট্যালেকলাইট (গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত চুনাপাথরের স্তম্ভ), স্ট্যালাগমাইট (গুহার তল থেকে ওঠে যাওয়া চুনাপাথরের স্তম্ভ) এবং মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিভিন্ন পাথুরে স্তম্ভ।

রীতিমতো অদ্ভুত ধরনের দুটি স্ট্যালাগমাইট আছে। একটি স্নোম্যান বা তুষার মানবের মতো। মনে হবে প্রচণ্ড শীতে সে দুই হাত পকেটে পুরে রেখেছে। আরেকটি আবার গোলাকার স্তম্ভ আকারের পাইনগাছের মতো। দেখে মনে হবে এর শাখাগুলো ঢেকে আছে তুষার আর বরফের পুরু স্তরে।

গুহার ভেতরে সবচেয়ে চওড়া জায়গা ক্রিস্টাল প্যালেস। বিশাল একটি হলঘরের মতো এটি। চারদিক থেকেই ঝুলছে স্ট্যালেকটাইট। দেখে মনে হতে পারে একের পর এক ঝাড়বাতি ঝুলছে। এদিকে আলোর কারসাজিতে কোনো কোনো স্ট্যালাগমাইটকে মনে হয় লাফিয়ে ওঠা মাছ। ক্রিস্টাল প্যালেস ছেড়ে যাওয়ার পর ছোট কিছু সরু গলির দেখা মেলে।

গুহার বিভিন্ন পাথরের ফাটলে ও ফাঁকে নানা ধরনের বর্ণিল বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলো এমনভাবে লুকানো থাকে যে পর্যটকেরা সহজে এর উপস্থিতি টের পান না। তবে গুহাময় ছড়িয়ে পড়ে নিয়নের মিষ্টি একটা আলো। নানা ধরনের আশ্চর্য পাথুরে কাঠামো এতে আলোকিত হয়ে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের জন্ম দেয়। আর এই সবকিছু মিলিয়ে গুহাটি পরিণত হয়েছে এই অঞ্চলের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্রে।

গুইলিন শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে নলখাগড়ার বাঁশির গুহার দূরত্ব কেবল পাঁচ কিলোমিটার। কাজেই একবার শহরটিতে পৌঁছাতে পারলে আধা দিন হাতে রাখলেই আশ্চর্য এই গুহারাজ্য ঘুরে আসা সম্ভব।

জঙ্গলে প্রাকৃতিক সুইমিংপুল

পানিভর্তি বড় এক গর্ত বলতে পারেন একে। কিন্তু এমন অনেক পর্যটক আছেন, যারা শুধু এর আকর্ষণেই হাজির হন দ্বীপদেশ সামোয়ায়। পৃথিবীতে সাঁতার কাটার জন্য এমন আশ্চর্য জায়গা পাবেন আর কমই। মজার ঘটনা, জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই গর্তে জল আসে সাগর থেকে।

সামোয়ার প্রধান দ্বীপ ওপলোর দক্ষিণ উপকূলে লতোফাগা গ্রামের একটি লাভায় তৈরি জমির মাঝখানে তো সুয়া ওশান ট্রেঞ্চ নামের এই প্রাকৃতিক সুইমিংপুলের অবস্থান। গর্তটির চারপাশে নানা গাছপালার ঠাসবুনোট।

মজার ঘটনা, স্থানীয় শব্দ তো সুয়ার অর্থ বিশাল সুইমিংপুল। সত্যি প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন সুইমিংপুল আর কোথায় মিলবে বলেন? জায়গাটি আগে ছিল দুটি গর্তের সমন্বয়ে তৈরি একটি গুহা। বহু বছর আগে অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভা প্রবাহের কারণে এই গুহার ক্ষয় হয়। সেই সঙ্গে হাজারো বছরে কাছের সাগরের প্রবল ঢেউও জায়গাটিকে এখনকার আকৃতি দিতে সহায়তা হরে। লাভা প্রবাহের ফলে এই এলাকায় আরও বেশ কিছু গর্তের জন্মও হয়।

তো সুয়ার মূল গর্তটি প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত একটি পাতাল সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। সেখান থেকেই সাগরের পানিতে ভরে যায় জায়গাটি। এ ছাড়া আরও ছোটখাটো কিছু নালা দিয়েও পানি আসে এখানে সাগর থেকে। আর এভাবেই জন্ম অসাধারণ সুন্দর একটি প্রাকৃতিক সুইমিংপুলের।

পুলের পান্না সবুজ জলে নামার একটি মাত্রই পথ, সেটা প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে যাওয়া একটি মই। তবে বেশ চওড়া আর গভীরতায় অনেক হলেও যখন সবুজ ঘাস মারিয়ে জায়গাটির দিকে এগোবেন, আগে থেকে জানা না থাকলে এখানে এমন একটি বিস্ময় লুকিয়ে আছে ঠিক ঠাহর করতে পারবেন না।

সরু মই বেয়ে নামাটা কিন্তু বেশ সাহসের ব্যাপার। তবে একটু সাবধানতা অবলম্বন করে নিচে পৌঁছে যাওয়ার পর পুরস্কার মিলবে আপনার। পানি বেশ পরিষ্কার। আর এর নিচের অংশ বালুময়। এখানে আরেকটা বিষয় আপনাকে আকৃষ্ট করবে, সেটা হলো সাগরের দিক থেকে ধেয়ে আসা প্রবল শক্তিশালী ঢেউ।

তবে সব পর্যটকই মই বেয়ে নামেন তা নয়। অতি দুঃসাহসী কেউ কেউ শেওলা ও পামগাছে ভরপুর গুহার কিনারা থেকে সরাসরি লাফও দেন। অনেকে আবার পানিতে নামার পর সুড়ঙ্গ পাড়ি দিয়ে সাগরেও পৌঁছে যান।

আপাতদৃষ্টিতে বিপজ্জনক মনে হলেও ৯০ ফুট গভীরতার নোনা জলের পুকুরটিতে নিরাপদেই লাফিয়ে পড়তে পারেন রোমাঞ্চপ্রেমীরা। তবে মই বেয়ে কিংবা লাফিয়ে; যেভাবেই অসাধারণ এই প্রাকৃতিক সুইমিংপুলে নামেন না কেন, এখানে সাঁতরে বেড়ানো যে দারুণ আনন্দময় এক অভিজ্ঞতা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

নিচ থেকে ওপরের দিকে তাকালেও মুগ্ধ হবেন। চারপাশের পাথুরে দেয়ালে ঝুলতে থাকা লতাজাতীয় উদ্ভিদ আর শেওলা অন্যরকম এক সৌন্দর্যের জন্ম দেয়। হ্রদের পানি উষ্ণ আর সাগর থেকে আসা প্রচুর মাছ পাবেন এখানে। স্নরকেলের মাস্ক সঙ্গে নিয়ে এলে বর্ণিল সামুদ্রিক বন্যপ্রাণীর দেখা পাবেন। জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে এখানে বেশ স্রোত থাকে কখনো কখনো। হ্রদটির মোটামুটি মাঝখানের জায়গায় ঝোলানো একটি দড়ি দেখতে পাবেন। এটা থাকার কারণ, স্রোতে সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত পাতাল সুড়ঙ্গে চলে যাওয়ার অবস্থা হলে যেন দড়িটা ধরে নিজেকে আটকে রাখতে পারেন।

তবে দুঃসাহসী কেউ কেউ যারা আরও একটু বেশি রোমাঞ্চ পেতে ও দেখতে চান। তারা সুড়ঙ্গ ধরে নিজের আগ্রহেই পৌঁছে যান সাগরে। দক্ষ সাতারু না হলে এ কাজ না করাই ভালো।

তো সুয়া ওশান ট্রেঞ্চ সাধারণত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে হবে ২০ সামোয়ান 'তালা'। বেশির ভাগ মানুষ দেশটির রাজধানী আপিয়া

শহর থেকেই পুলটিতে যান। শহর থেকে বাসে কিংবা ভাড়া গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে সময় লাগবে ঘণ্টা দুয়েক।